কলকাতা উচ্চ আদালত

(ফৌজদারি আপিল এখতিয়ার)

আপীল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে

২০২১-এর সি. আর. এ ৬

আই. এ নং ২০২৩-এর সি. আর. এ. এন ২

গৌতম পাত্র ও অন্যান্যরা

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য

আবেদনকারীদের জন্য/

আবেদনকারীরা	শ্রী জয়ন্ত নারায়ণ চ্যাটার্জি, উকিল
	শ্রীমতি মৌমিতা পণ্ডিত, উকিল
	শ্রী সুপ্রিম নস্কর
	শ্রীমতী জয়শ্রী পাত্র
	শ্রীমতী ঋতুশ্রী ব্যানার্জি
	শ্রীমতী পৃথা সিনহা
	শ্রী ভাস্কর মণ্ডল
রাজ্যের জন্য	শ্রী রণবীর রায় চৌধুরী, উকিল
	শ্রী মনিনাক গুপ্ত, উকিল
	শ্রী প্রতীক বসু
শুনানি-	১১. ১০. ২০২৩ এবং ১২.১০.২০২৩
রায়-	: ১৭ অক্টোবর, ২০২৩

বিচারপতি,বিভাস রঞ্জন দে-

তথ্যাদি

১. ৬.০৩.২০১১ তারিখে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার নেরুলি আবাদ গ্রামের শ্রী হরিপদ সর্দারের স্ত্রী শ্রীমতি অনুরাধা সর্দার মিনাখাঁ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কাছে দায়ের করা এফআইআর পাওয়ার পর একটি ফৌজদারি তদন্ত শুরু হয়। তিনি অভিযোগ করেন যে, তার ১৭ বছর বয়সী মেয়ে/অভিযুক্তের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছিল এবং তার প্রস্তুতি প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। বিয়ের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছিল ২২ ফাল্গুন, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

২. এই পরিস্থিতিতে ০১.০৩.২০১১ তারিখে, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী তার বড় বোন পূরবী হালদারের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সোনারপুর থানার অন্তর্গত উত্তর সিঙ্গুর গ্রামে বেড়াতে যাচ্ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষের ভাই জয়প্রকাশও সেদিন বিকেল ৩টার দিকে রাষ্ট্রপক্ষকে নেরুলি হাটখোলায় নিয়ে যান। এরপর, রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জয়প্রকাশের উপস্থিতিতে হাটখোলার নেরুলিতে একটি ইঞ্জিন/মোটর ভ্যানে করে মালঞ্চে যাওয়ার জন্য যান। সেখান থেকে তাকে উত্তর সিঙ্গুর গ্রামে তার বড় বোনের বাড়িতে যাওয়ার জন্য একটি বাসে করে যেতে হয়।

৩. রাতে, সেই দিন সংবাদদাতা তার বড় মেয়েকে টেলিফোনে ফোন করেন এবং চরম হতাশার সাথে তিনি জানতে পারেন যে প্রসিকিউটর তার বড় মেয়ে পূরবীর বাড়িতে পৌঁছাননি। এই তথ্য পাওয়ার পর অভিযোগকারী প্রসিকিউটরকে খুঁজতে শুরু করেন কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। এরপর, তিনি তার মেয়ের নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে ০৩.০৩.২০১১ তারিখে মিনাখান থানায় জিডি এন্ট্রি নং ১৬১ নামে একটি সাধারণ ডায়েরি করেন। আরও দৃঢ়ভাবে অভিযোগ করা হয় যে অভিযুক্তরা তার নাবালিকা মেয়েকে অপহরণ করেছে এবং জোরপূর্বক একটি বাড়িতে আটকে রেখেছে।

৪. উক্ত প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদনের ভিত্তিতে মিনাখাঁ থানায় মামলা নং ৫১/১১ তারিখ ০৬.০৩.২০১১ তারিখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (সংক্ষেপে আইপিসি) এর ৩৬৩/৩৬৬/১২০বি ধারায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

৫. মামলার তদন্ত সম্পন্ন হওয়ার পর, ১৪.০৯.২০১৬ তারিখে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আইপিসির ৩৬৩/৩৬৬/১২০বি/৩৭৬ ধারায় চার্জশিট দাখিল করা হয়। মামলাটি বিচারের জন্য গ্রহণ করা হয় এবং বসিরহাটের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজের কাছে হস্তান্তর করা হয়, যিনি মামলাটি নিষ্পত্তির জন্য বসিরহাটের ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট নং ৩-এর বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজের কাছে স্থানান্তর করেন।

৬. মামলাটি প্রাপ্তির পর বসিরহাটের ফাস্ট ট্র্যাক তৃতীয় আদালতের বিজ্ঞ অতিরিক্ত দায়রা জজ, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩/৩৬৬/৩৪ ধারায় তিনজন আপিলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারায় আপিলকারী/অভিযুক্ত গৌতম পাত্রের বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগ গঠন করা হয়। যার কাছে সমস্ত আপিলকারী/অভিযুক্ত নিজেদের নির্দোষ দাবি করেন এবং বিচারের দাবি করেন।

৭. বিজ্ঞ বিচারক, পাঁচজন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেছেন, যথা: অনুরাধা সরদার/অভিযোগকারী (অভিযোগকারীর মা) PW1 হিসেবে, জয়প্রকাশ সরদার (অভিযোগকারীর ভাই) PW2 হিসেবে, মহাদেব বাছার (প্রতিবেশী) PW3 হিসেবে, বিকাশ সরদার (অভিযোগকারীর আরেক ভাই) PW4 হিসেবে এবং প্রসিকিউটর নিজেই PW5 হিসেবে।

৮. তাদের সাক্ষ্যপ্রমাণের সময় অভিযোগকারীর স্বাক্ষর প্রমাণ ১ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল এবং অভিশংসকের মূল স্থানান্তর শংসাপত্র প্রদর্শন ২ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল। আসামী পক্ষের পক্ষে ২০.০৬.১১ তারিখের নোটারাইজড হলফনামায় PW5 এর স্বাক্ষর প্রদর্শন A হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল।

৯. সাক্ষ্য নথিভুক্ত করার পর বিচারপতি, ফৌজদারি আইনের ৩১৩ ধারার অধীনে সমস্ত আবেদনকারী/অভিযুক্তদের পরীক্ষা করেন (সংক্ষিপ্ত ফৌজদারি কার্যবিধি -র জন্য)।

১০. বিজ্ঞ বিচারক, রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে প্রদত্ত প্রমাণ এবং রাষ্ট্রপক্ষের উপর নির্ভরশীল নথি, বিশেষ করে PW5 (প্রসিকিউট্রিক্স) এর সাক্ষ্য বিবেচনা করে, সকল আপিলকারী/অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দোষী সাব্যস্ত করার আদেশ লিপিবদ্ধ করেন এবং তাদের প্রত্যেককে পাঁচ বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড এবং ৪০০০/- টাকা জরিমানা প্রদানের জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩/৩৪ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য আরও ছয় মাসের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড প্রদানের আদেশ দেন। আপিলকারী/অভিযুক্তদের আরও সাত বছরের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড এবং আরও ৬০০০/- টাকা জরিমানা প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৬/৩৪ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় অপরাধের জন্য আরও ছয় মাসের জন্য সাধারণ কারাদণ্ড প্রদানের আদেশ দেওয়া হয়। উভয় সাজা ধারাবাহিকভাবে চালানোর আদেশ দেওয়া হয়।

১১. উক্ত রায়ে সংক্ষুব্ধ এবং অসন্তুষ্ট হয়ে আপিলকারীরা তাৎক্ষণিক আপিলের পক্ষে ছিলেন।

যুক্তি

১২. অভিজ্ঞ কাউন্সেল, শ্রী জয়ন্ত নারায়ণ চ্যাটার্জি, উপস্থিতআপিলকারীদের পক্ষ থেকে অভিযুক্তকে আক্রমণ করেছে

সেই অভিজ্ঞ বিচারককে জমা দিয়ে রায়, প্রশংসা করতে ব্যর্থ নিম্নলিখিত ভিত্তিতে এই মামলায় নথিভুক্ত প্রমাণ ।

- এফআইআর-এর বিষয়বস্তু প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়নি এবং স্বীকারযোগ্যভাবে অভিযোগকারী নিজেই লিখিতভাবে হ্রাস করেননি।
- যদিও বাস স্ট্যান্ড এলাকায় অপহরণের অভিযোগ করা ঘটনা ঘটেছে কিন্তু প্রসিকিউটর পিডব্লিউ৫-এর প্রমাণকে সমর্থন করার জন্য সেই প্রভাবের কোনও একক প্রমাণ নেই।
- অন্য চারজন সাক্ষী অপহরণের কথিত ঘটনার সাক্ষী ছিলেন না। তাছাড়া, পিডব্লিউ৩ শুধুমাত্র স্বাধীন সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন যে এই মামলার প্রসিকিউটর তার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।
- এগারো জন চার্জশিটভুক্ত সাক্ষীর মধ্যে প্রসিকিউশন মাত্র ৫ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছিল এবং বিশেষত প্রসিকিউশন এই মামলায় তদন্তের জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তাকে হাজির করতে পারেনি।
- যদিও অভিযুক্ত ঘটনার তারিখ ০১.০৩.২০১১-এর তিন বছর (১১.০৭.২০১৪) পর অভিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট দ্বারা ভুক্তভোগীর বিবৃতি রেকর্ড করা হয়েছিল, তবে ধারার অধীনে বিবৃতি ফৌজদারি কার্যবিধির অধীনে ১৬৪ কখনই প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়নি।

- উন্মুক্তভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে আবেদনকারী/গৌতম পাত্র এবং স্বেচ্ছায় বাড়ি ছেড়ে যাওয়া ভুক্তভোগীর মধ্যে প্রেমের সম্পর্কের প্রকৃত সত্য প্রকাশ করে।

১৩. সংক্ষেপে, এটি অভিজ্ঞ কৌঁসুলি দ্বারা তীব্রভাবে যুক্তি দেওয়া হয়। আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী যে গৌতম পাত্রের সাথে প্রেমের সম্পর্ক থাকা প্রসিকিউটর স্বেচ্ছায় তার বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন কারণ তার বাবা-মা তার সামাজিক বিবাহের নিষ্পত্তি করেছিলেন যা কয়েক দিনের মধ্যে হওয়ার কথা ছিল। শ্রী চ্যাটার্জি, তার যুক্তির সমর্থনে, মাফাত লাল এবং আরেকজন বনাম রাজস্থান রাজ্য (২০২২) সুপ্রিম কোর্টের ৬ মামলা ৫৮৯- মামলার উপর নির্ভর করেছিলেন , রিপোর্ট করেছে।

১৪. রাষ্ট্রপক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী, শ্রী রণবীর রায় চৌধুরী যুক্তি দিয়েছেন যে আপিলকারী/অভিযুক্ত গৌতম পাত্র কর্তৃক মিনাখাঁ থানায় প্রসিকিউট্রির হাজিরা অস্বীকার করা যাবে না এবং এর ফলে এটি চূড়ান্তভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে মিনাখাঁ থানায় প্রসিকিউট্রির হাজিরার আগে ভুক্তভোগী গত ছয় মাস ধরে আপিলকারীদের সাথে বসবাস করছিলেন। শ্রী চৌধুরী আরও দাখিল করেছেন যে প্রসিকিউট্রির (PW5) প্রমাণ প্রতিরক্ষা পক্ষ কর্তৃক অসম্মানিত হতে পারে না এবং তদুপরি, তাকে আদালতের পক্ষ থেকে কোনও পরামর্শ দেওয়া হয়নি

আপিলকারী/অভিযুক্ত গৌতম পাত্র এবং প্রসিকিউটরের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক এবং বিবাহ সম্পর্কিত প্রতিরক্ষা।

১৫. তার যুক্তি উপস্থাপনের আগে শ্রী চৌধুরী বলেন যে তদন্তের ক্ষেত্রে কোনও বাধা অভিযুক্তকে খালাস দেওয়ার কারণ হতে পারে না।

বিশ্লেষণ

১৬. এই আদালত আপিল আদালত হওয়ায়, নথিতে থাকা সমস্ত প্রমাণের পুনর্মূল্যায়ন অত্যন্ত প্রয়োজন।

১৭. পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনেছি এবং বিচারিক আদালতের রেকর্ড পর্যালোচনা করেছি। ট্রায়াল কোর্টে জমা দেওয়া সাক্ষ্যপ্রমাণের এক ঝলক দেখে জানা যায়, পিডব্লিউ১ হলেন প্রসিকিউট্রির মা। তিনি জানান যে তার ১৭ বছর বয়সী মেয়ে/প্রসিকিউট্রির বিয়ে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ০১.০৩.২০১১ তারিখে অর্থাৎ বিয়ের ছয় (৬) দিন আগে প্রসিকিউট্রি সোনারপুরে তার বড় মেয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। তার ছোট ছেলে প্রসিকিউট্রিকে নিয়ে বাজারে যায়, সেখান থেকে প্রসিকিউট্রি সোনাপুরগামী বাসে মালঞ্চার দিকে একটি মোটর ভ্যানে উঠে। সন্ধ্যায় তিনি তার বড় মেয়েকে টেলিফোনে ফোন করে জানতে পারেন যে প্রসিকিউট্রি সোনারপুরে পৌঁছায়নি। দুই দিন পর তিনি জানতে পারেন যে প্রসিকিউট্রিকে আপিলকারীরা অপহরণ করেছে।

তিনি ০৩.০৩.২০১১-এ নিখোঁজ ডায়েরি দায়ের করেন। তারপরে, ০৬.০৩.২০১১-এ তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন, একজন আইন কেরানি দ্বারা লিখিতভাবে হ্রাস করে, মিখান থানায়। তিনি তার স্বাক্ষর চিহ্নিত করেন (প্রদর্শিত ১/১)। তিনি স্কুলের স্থানান্তর শংসাপত্রও জমা দেন (প্রদর্শিত ২)।

১৮. জেরা করার সময় পিডব্লিউ১ প্রেমের কারণে প্রসিকিউটর এবং আপিলকারী গৌতম পাত্রের মধ্যে বিয়ের পরামর্শ অস্বীকার করে। তিনি আরও বলেন যে প্রাসঙ্গিক সময়ে প্রসিকিউটরের বয়স ছিল ১৮ বছর। তিনি সুনির্দিষ্ট পরামর্শ অস্বীকার করেন যে তার ছোট ছেলে প্রসিকিউটরের সাথে মালাঞ্চায় গিয়েছিল যেখান থেকে সে সোনারপুরে গিয়েছিল এবং তিন দিন পরে ফিরে এসেছিল। সে অপহরণের কথিত ঘটনার সাক্ষী ছিল না। তিনি এই পরামর্শ অস্বীকার করেছিলেন যে আবেদনকারী গৌতম পাত্রকে এড়াতে প্রসিকিউটরের বিয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বা আপিলকারীদের হয়রানি করার জন্য এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল।

১৯. পি. ডব্লিউ. ২ প্রসিকিউটরের ভাই। তিনি বলেন যে তিনি প্রসিকিউটরের সাথে নেরুলি বাজার পর্যন্ত গিয়েছিলেন যেখান থেকে প্রসিকিউটর সোনারপুরে যাওয়ার জন্য ইঞ্জিন ভ্যানে চড়েছিলেন। তারপর তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। তার মা সোনারপুরে তার বোনকে ফোন করেন এবং টেলিফোনে জানতে পেরেছিল যে প্রসিক্যুট্রিক্স

সোনারপুরে পৌঁছয়নি। পরবর্তীকালে, প্রসিকিউটর জানায় যে আপিলকারীরা তাকে অপহরণ করেছে।

২০. জেরা চলাকালীন তিনি সাক্ষ্য দেন যে, এই মামলায় অভিযুক্ত ঘটনার পর আপিলকারীরা তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়ের করেছে। আপিলকারীরা তাদের প্রতিবেশী। তিনি বলতে পারেননি যে প্রসিকিউটর থেকে কোথায় উদ্ধার করা হয়েছিল। তারা আদালত থেকে প্রসিকিউটরকে হেফাজতে নিয়েছিল।

২১. নেরুলি আবাদের বাসিন্দা পিডব্লিউ৩ সমস্ত আবেদনকারী এবং অভিযোগকারীকে (পিডব্লিউ১) চিনতেন। তিনি প্রতিবেশীদের কাছ থেকে শুনেছিলেন যে অভিযোগকারীর মেয়ে বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে। তিনি আর কিছুই জানতেন না।

২২. পি ডব্লিউ ৮ হল প্রসেকিউট্রিক্সের আরেক ভাই। সে বলে যে তার ভাই (পি ডব্লিউ ২) প্রসেকিউট্রিক্সের সঙ্গে ছিল যতক্ষণ না সে মালাঞ্চায় বাসে ওঠে। পাঁচ (৫) মাস পর গৌতম পাত্র বাদী সহ মিনাখান থানায় আসে। তার বাবা-মা বসিরহাট আদালত থেকে প্রসেকিউট্রিক্সের হেফাজত নেয়। পরে, প্রসিকিউট্রিক্স চম্পাহাটি গ্রামের এক ব্যক্তির সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়।

২৩. জেরায় তিনি আরও নিশ্চিত হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি একটি বাসে উঠে একাই এগিয়ে যেতে শুরু করেন। অপহরণের অভিযোগে গৌতম পাত্রের বাবা-মায়ের জড়িত থাকার বিষয়টি তিনি বলতে পারেননি।

২৪. প্রসিকিউটর (পিডব্লিউ৫) একজন বিবাহিত মহিলা যিনি ছয় বছর আগে বিয়ে করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, যখন তিনি একটি বাসে ওঠার চেষ্টা করছিলেন তখন আপিলকারীরা তাকে জোর করে অপহরণ করে এবং একটি টাটা সুমো গাড়িতে নিয়ে যায়। তাকে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং মিনাখান থানায় হাজির না হওয়া পর্যন্ত ছয় মাস ধরে আটকে রাখা হয়েছিল। এমনকি আপিলকারী গৌতম পাত্রও প্রসিকিউটরের সাথে জোরপূর্বক যৌন মিলন করেছিলেন।

২৫. জেরা চলাকালীন তিনি তাঁর দ্বারা শপথ করা হলফনামায় (প্রদর্শনী এ) তাঁর স্বাক্ষর চিহ্নিত করেছিলেন। তিনি আরও বলেছিলেন যে তিনি কলকাতা যাওয়ার জন্য বাসে উঠেছিলেন এবং সেই জায়গাটির আশেপাশে কোনও লোক ছিল না। একই সময়ে তিনি বলেছিলেন যে তিনি যেখানে বাসে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন সেখান থেকে আপিলকারীরা তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

২৬. সাক্ষ্যপ্রমাণের মূল্যায়নের সময় সাক্ষীর মৌখিক সাক্ষ্যে উপস্থিত কিছু বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে। সেই বিষয়গুলি হল - একই তথ্যের উপর দুই বা ততোধিক সাক্ষীর দ্বন্দ্ব, অসঙ্গতি, অতিরঞ্জিতকরণ, অলঙ্করণ এবং বিপরীত বক্তব্য। ছোটখাটো অসঙ্গতি মামলার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষয় করে না, তবে বস্তুগত অসঙ্গতি তা করে।

২৭. যদিও "একের মধ্যে মিথ্যা, সবের মধ্যে মিথ্যা" এই মতবাদ আমাদের আইনে প্রযোজ্য নয়, তবে প্রমাণের মূল্যায়নের সময় আদালতের কর্তব্য হল শস্য থেকে তুষ আলাদা করা এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা যে প্রমাণটি কতটা গ্রহণযোগ্য। যদি পৃথকীকরণ করা না যায়, তাহলে প্রমাণ সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। এখন এটি স্থির হয়েছে যে যদি একমাত্র সাক্ষীর সাক্ষ্য বিশ্বাসযোগ্যতার মানদণ্ডে নির্ভরযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে অভিযুক্তকে সেই একক সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে।

২৮. অতিরিক্ত তথ্য এড়িয়ে যাওয়ার জন্য, আমি আইপিসির ৩৭৬ ধারার অধীনে অভিযোগের গভীরে যেতে চাই না, যা কোনও বাস্তব প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত হয়নি। তা ছাড়া, রেকর্ড থেকে এমন কিছু স্পষ্ট নয় যে, অভিযোগ পুনরুদ্ধারের পরে প্রসিকিউটরকে কখনও কোনও মেডিকেল অফিসারের সামনে তার পরীক্ষার জন্য হাজির করা হয়েছিল।

২৯. PW1 এবং PW3 (প্রসিকিউট্রিক্সের মা এবং বড় ভাই)-এর সাক্ষ্য থেকে মনে হচ্ছে যে প্রসিকিউট্রিক্স নিখোঁজ হওয়ার পর তারা জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পেরেছিলেন যে আপিলকারীরা প্রসিকিউট্রিক্সকে অপহরণ করেছেন। কিন্তু, PW2 (প্রসিকিউট্রিক্সের আরেক ছোট ভাই) অনুসারে, যিনি তার জেরায় বলেছেন যে তিনি প্রসিকিউট্রিক্সের অপহরণের কথা জানতে পেরেছিলেন।

৩০. অতএব, অপহরণ সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার বিষয়টি সন্দেহজনক।

৩১. প্রসিকিউটরির ছোট ভাই পিডব্লিউ২ বলেছেন যে তিনি প্রসিকিউটরির সাথে নেরুলি বাজার পর্যন্ত যান, সেখান থেকে প্রসিকিউটরি মালঞ্চা বাস স্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে একটি ইঞ্জিন ভ্যানে উঠেন, অন্যদিকে প্রসিকিউটরির বড় ভাই পিডব্লিউ৪ সাক্ষ্য দেন যে পিডব্লিউ২ প্রসিকিউটরির সাথে মালঞ্চা বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত যান এবং ফিরে আসেন যখন প্রসিকিউটরি বাসে উঠেন।

৩২. সুতরাং, প্রাসিক্যুট্রিক্সের সাথে থাকার বিষয়টিও সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

৩৩. প্রসিকিউট্রিক্স, PW5-এর সাক্ষ্য থেকে মনে হচ্ছে যে, তদন্তকারী প্রধানের বক্তব্যে তিনি বলেছেন যে, বাসে ওঠার চেষ্টা করার সময় আপিলকারীরা তাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়, কিন্তু জেরায় তিনি বলেছেন যে, তিনি বাসে উঠেছিলেন এবং বাসে যাত্রী সংখ্যা কম ছিল, কিন্তু যেখান থেকে তিনি বাসে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন, সেখানে কোনও ব্যক্তি ছিল না।

৩৪. এখন, আমি দ্বিধাগ্রস্ত। PW5 এর দুটি সংস্করণের মধ্যে কোনটি সত্য - হয় বাসে ওঠার চেষ্টা করার সময় তাকে আপিলকারীরা অপহরণ করেছিল, অথবা যাত্রীদের কোনও পাল্টা ব্যবস্থা ছাড়াই তাকে অপহরণের জন্য বাস থেকে টেনেহিঁচড়ে বের করে দেওয়া হয়েছিল।

৩৫. অন্যদিকে, পিডব্লিউ৩-এর প্রমাণ প্রতিবেশীদের মধ্যে গুজব বলে মনে হয় যে প্রসিকুট্রিক্স তার বাবার বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে।

৩৬. প্রসিক্যুট্রিক্স প্রসিকিউশনের বয়স সম্পর্কে স্কুলের স্থানান্তর শংসাপত্রের (প্রদর্শিত ২) উপর নির্ভর করে যা পিডব্লিউ১ (প্রসিক্যুট্রিক্সের মা) আদালতে উপস্থাপন করেছিলেন এবং এটি লার্নড কোর্ট দ্বারা গৃহীত হয়েছিল। তবে, নথির (প্রদর্শিত ২) নির্ভরযোগ্যতা পিডব্লিউ১ (প্রসিক্যুট্রিক্সের মা) এর ক্রস-পরীক্ষার দ্বারা বিচলিত হয়েছে, যিনি বলেছিলেন যে প্রাসঙ্গিক সময়ে তার মেয়ে অর্থাৎ প্রসিক্যুট্রিক্সের বয়স ১৮ বছর ছিল যা অপহরণের অভিযোগের আগে প্রসিক্যুট্রিক্সের বিবাহের নিষ্পত্তির স্বীকৃত তথ্য দ্বারা যথাযথভাবে অনুমোদিত হয়েছিল। এর ফলে, বয়সের বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত বলে বলা যায় না।

৩৭. বিজ্ঞ বিচারক, হলফনামার (প্রদর্শনী A) উপর নির্ভর করেননি এই কারণে যে নোটারি পাবলিক পরীক্ষা করা হয়নি এবং আপিলকারী গৌতম পাত্রের সাথে প্রসিকিউট্রিক্সের বিবাহের বিষয়ে প্রসিকিউট্রিক্সকে কোনও পরামর্শ দেওয়া হয়নি।

৩৮. আমার বিনীত মতামত অনুসারে, বিজ্ঞ বিচারক PW5 (প্রসিকিউট্রিক্স) এর প্রমাণ উপেক্ষা করেছেন, যিনি বিশেষভাবে নীচে উদ্ধৃত করেছেন:- "এটি 20.06.2011 তারিখের হলফনামায় উপস্থিত আমার স্বাক্ষর।" বিজ্ঞ বিচারকও প্রমাণ খুঁজে পেতে ব্যর্থ হয়েছেন

প্রসিক্যুট্রিক্সের যারা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ২৯৭ ধারার অধীনে যথাযথভাবে অনুমোদিত নোটারি দ্বারা হলফনামা কার্যকর করার বিরুদ্ধে কখনও চ্যালেঞ্জ জানায় না। অতএব, হলফনামার বিষয়বস্তু (এ প্রদর্শন করে) চরম ভালবাসা, বিবাহ, স্বেচ্ছাসেবকতা দেখানো অপহরণ/অপহরণের প্রসিকিউশন মামলাটিকে আরও ধাক্কা দেয়।

৩৯. বর্তমানে প্রচলিত আইন হলো, যদিও ভুক্তভোগীর একমাত্র সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা যেতে পারে, কিন্তু একই সাথে তার বক্তব্য বিশ্বাসযোগ্য এবং নির্দোষ হতে হবে এবং তার সাক্ষ্য অত্যন্ত উচ্চমানের হতে হবে, একই সাথে তাকে কোনও দ্বিধা ছাড়াই তার মুখের মূল্যের জন্য গ্রহণ করার অবস্থানে থাকতে হবে। এই ধরনের সাক্ষীর মান পরীক্ষা করার জন্য, সাক্ষীর মর্যাদা অপ্রাসঙ্গিক হবে এবং প্রাসঙ্গিক বিষয় হল এই ধরনের সাক্ষীর দেওয়া বক্তব্যের সত্যতা। আরও প্রাসঙ্গিক বিষয় হল শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিবৃতির ধারাবাহিকতা, অর্থাৎ, যখন সাক্ষী প্রাথমিক বিবৃতি দেয় এবং শেষ পর্যন্ত আদালতের সামনে। এটি স্বাভাবিক এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিত। এই ধরনের সাক্ষীর বক্তব্যে কোনও বিভ্রান্তি থাকা উচিত নয়।

৪০. মাননীয় সর্বোচ্চ আদালত রায়ের ধারায় বলেছেন যে সাক্ষীর এমন অবস্থানে থাকা উচিত যাতে সে

যেকোনো দৈর্ঘ্যের এবং যত কঠিনই হোক না কেন, কোনও পরিস্থিতিতেই ঘটনার সত্যতা, জড়িত ব্যক্তি এবং প্রতিটি ঘটনার ক্রম সম্পর্কে কোনও সন্দেহের অবকাশ দেওয়া উচিত নয়। এই ধরণের বর্ণনার সাথে অন্যান্য সহায়ক উপাদান যেমন উদ্ধারকৃত তথ্য, অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পদ্ধতি, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এবং বিশেষজ্ঞ মতামতের সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া উচিত। উক্ত বর্ণনাটি অন্যান্য প্রতিটি সাক্ষীর বর্ণনার সাথে ধারাবাহিকভাবে মিলিত হওয়া উচিত।

৪১.কিন্তু, মামলাটিতে, তদন্তকারী কর্মকর্তার জেরা না করার কারণে প্রাথমিক জবানবন্দি এবং চূড়ান্ত জবানবন্দির মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বের করার কোনও সুযোগ নেই। তা ছাড়া, ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারার অধীনে প্রসিকিউট্রিকের জবানবন্দি রেকর্ড করতে অযৌক্তিক বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করা হয়নি, যদিও পুরো প্রসিকিউশন মামলাটি কেবল স্বাধীন সাক্ষী (PW3) দ্বারা সমর্থিত নয় এমন সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের উপর ভিত্তি করে।

৪২. মাফত লাল (উপরে) অনুপাত, কঠোর অর্থে, এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় যেখানে আপিলকারী গৌতম পাত্র এবং অভিশংসকের মধ্যে সম্পর্ক দমন করার চেষ্টা করা হয়েছিল, যার সংখ্যালঘুতা চূড়ান্তভাবে নির্ধারণ করা যায়নি।

৪৩. তবে, প্রসিকিউট্রিক্সের (PW5) প্রমাণ পর্যালোচনা করলে, এই বিষয়টি এই আদালতের উপর আস্থা জাগায় না যে আপিলকারী/অভিযুক্তরা জোরপূর্বক অপহরণ করেছে। তার (PW5) প্রমাণে কেবল বস্তুগত অসঙ্গতিই নেই, বরং প্রসিকিউট্রিক্সের বর্ণনা অনুসারে যেভাবে কথিত ঘটনাটি ঘটেছে তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৪৪. উপরোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে, আমার মতে, বিচারক আপিলকারীদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে ভুল করেছেন। সেই অনুযায়ী, আমি এই আপিলের সমস্ত বিতর্কিত বিষয়গুলি সমাধান করেছি। অতএব, আমি নিম্নলিখিতগুলি পাস করতে যাচ্ছি:-

রায়

i.আপিলকারি দ্বারা করা আবেদন অনুমোদন পেয়েছে ।

ii. অতিরিক্ত দায়রা জজ, (ফাস্ট ট্র্যাক) ৩ "আদালত, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা দ্বারা দায়রা মামলা নং ১৩ (৭) ২০১৭/দায়রা বিচার নং ১ (৯) ২০১৮-এ প্রদত্ত দোষী সাব্যস্তকরণের রায় এবং দোষী সাব্যস্তকরণের আদেশ, ৩" আদালত, বসিরহাট, উত্তর ২৪ পরগনা এতদ্বারা বাতিল করা হয়েছে।

iii. তিনজন আবেদনকারীকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়নি এবং খালাস দেওয়া হয়েছে।

iv. আপিলকারী দুলাল @ পালান পাত্র এবং রাধারাণী পাত্রকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হোক, যদিও তাদের ইতিমধ্যেই বন্ড / মুচলেকা জমা দেওয়া হয়েছে

ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৩৭ক ধারার পরিপ্রেক্ষিতে ছয় (৬) মাসের জন্য কার্যকর থাকবে।

v. আপিলকারী গৌতম পাত্রকে যদি অন্য কোনও মামলায় আটক রাখার প্রয়োজন না হয়, তাহলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া হবে, তবে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের বিজ্ঞ অতিরিক্ত মুখ্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সন্তুষ্টি অনুসারে ১০,০০০ টাকার বন্ড এবং একই পরিমাণের একটি নিবন্ধিত জামিন জমা দিতে হবে, যা সিআরপিসির ৪৩৭এ ধারা অনুসারে তারিখ থেকে ছয় (৬) মাস ধরে বলবৎ থাকবে।

vi. আবেদনটি ২০২১ সালের সি. আর. এ ৩৬ নম্বরের আবেদন সহ, যদি থাকে, তাহলে সেই অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে।

vii. বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রেকর্ড অবিলম্বে ফেরত পাঠানো হবে।

viii. সমস্ত পক্ষ কলকাতা হাইকোর্টের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা এই আদেশের অনুলিপি অনুসারে কাজ করবে।

ix. এই আদেশের জরুরি ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে সমস্ত প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা মেনে চলার পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে।

[বিচারপতি বিভাস রঞ্জন দে]

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal